প্রথম আলো

3 JAN 2017
26

# দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাফল্য

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষাপদ্ধতি, শ্রুতলেখক সমস্যাসহ নানা বাধা ডিঙিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে চট্টগ্রামের ২১ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। নগরের মুরাদপুরের সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় থেকে তাঁরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯ জন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ১২ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

গত বৃহস্পতিবার ঘোষিত পিইসি পরীক্ষার ফলে, দেখা যায়, এই বিদ্যালয়ের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ৯ জন শিক্ষার্থীই 'এ' গ্রেডে পাস করেছে। তাদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। অন্যদিকে জেএসসিতে অংশ নেওয়া ১২ জনের মধ্যে ৯ জনই ছাত্রী।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

# দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাফল্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

৩ ছাত্রসহ ৪ জন 'এ' এবং অন্যরা 'এ মাইনাস' গ্রেড পেয়েছে।

সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুস সামাদ বলেন, 'পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এসব শিক্ষার্থীকে শ্রুতলেখক খুঁজতে হয়েছে। পর্যাপ্ত বই ও শিক্ষা উপকরণেরও সংকট রয়েছে। এর পরও তারা সবাই ভালোভাবে পাস করেছে। আমরা আনন্দিত।'

শ্রুতলেখক সংকট নিয়ে গত বছরের ২৪ অক্টোবর *প্রথম আলোয়* 'দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রুতলেখক পাচ্ছে না' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মতোই একই পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশ নেয়। পার্থক্য শুধু এটুকু—পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন শোনানোর পর সে উত্তর বলতে থাকে আর একজন শ্রুতলেখক উত্তর শুনে তা খাতায় লেখে। পরীক্ষার্থীর চেয়ে এক ক্লাস নিচের একজন শিক্ষার্থী শ্রুতলেখক হতে পারে। প্রতিবছরই শ্রুতলেখক পেতে সমস্যায় পড়তে হয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের। শ্রুতলেখক সমস্যার কারণে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা বহুদিন ধরেই ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সাফিয়া আক্তারের মা কোহিনুর বেগম বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়ে। ওই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে পারলে তারা আরও ভালো করবে।' সাফিয়া এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় 'এ' গ্রেড পেয়েছে।

জেএসসিতে জিপিএ-৪.৩০ পাওয়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. হাসানুজ্জামান বলে, 'পরীক্ষার আগে শ্রুতলেখক পাওয়া নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন পাস করেছি, এটা ভালো লাগছে।' হাসানুজ্জামানের সহপাঠী রাহী বি চৌধুরী, আতিকুর রহমান ও সানজিদা আকতার শ্রুতলেখক সমস্যার সমাধান চায়। তারা তিনজন 'এ' গ্রেডে পাস করে নবম শ্রেণিতে উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মুরাদপুরের সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ৯ শিক্ষার্থীই এবার 'এ' গ্রেডে পেয়েছে। তাদের একজন মো. মিলন। পাস করে খুশি হলেও তার কিছুটা আফসোসও রয়েছে। ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলে সে আরও ভালো করত বলে জানায়। এর কারণ হিসেবে সে জানায়, শ্রুতলেখক অনেক সময় শুনে ঠিকমতো লিখতে পারে না।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মাহবুব হাসান প্রথম আলোকে বলেন, 'ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি বোর্ডের নয়, এটি একটি জাতীয় সিদ্ধান্ত। যদি জাতীয়ভাবে এটি করা হয়, তাহলে আমরা সেটা অনুসরণ করব। তবে ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলে প্রশ্ন কারা করবেন, কে উত্তরপত্র দেখবেন, সেগুলোর জন্যও প্রস্তুতি দরকার। যত দিন এটা হচ্ছে না তত দিন শ্রুতলেখকের মাধ্যমে পরীক্ষা হবে।'